যায়যায়দিন

14 JUL 2010
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

সেশনজটে নাকাল চুয়েট শিক্ষার্থীরা

খিজির মাহমুদ চুয়েট

নানা কারণে বার বার ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় চুয়েটের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছেন।

সূত্র জানায়, ২০০৯ সালে তিনবার রাজনৈতিক কারণে চুয়েট কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে। ফলে শিক্ষার্থীরা আরো বেশি সেশনজটে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর গত বছরে কর্তৃপক্ষ তিনবার রাজনৈতিক কারণে ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করেছে। ২০০৯ সালের ৪ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। ওই বছরই ১৩ জুলাই আবার ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে হয়। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বর্ষের সব শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ও শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর রাতে শহীদ মিনারে ফুল দেয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ হলে পরদিন ১৭ দিনের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। ২০০৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর চুয়েট শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ব্রাহ্মণহাট এলাকার জনসাধারণের সঙ্গে মারামারির ঘটনায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

> কারণে-অকারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকছে বছরের বিভিন্ন সময়

সম্প্রতি বিদ্যুৎ সমস্যাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের কারণে ১৭ মে থেকে ১৫ দিন এবং বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য ২৬ জুন থেকে ১৭ দিন ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় আরো প্রকট হয়েছে সেশনজট।

জানা যায়, এভাবে বিগত বছরগুলোতে ক্যাম্পাসে ডেমারেটর স্থাপন নিয়ে ছাত্র আন্দোলন, পরীক্ষা পিছানোর দাবি, পানি ও বিদ্যুৎ সমস্যা নিরসনের জন্য মিছিল-সমাবেশের মতো ছোটখাটো বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন প্রশাসন সামাল দিতে পারেনি। এসব কারণে বেশ কয়েকবার কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা দেয়। ফলে শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও পরীক্ষাসূচি পিছিয়ে যায়।

সাধারণ ছাত্ররা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ছাত্র আন্দোলন বা রাজনৈতিক কোন্দল যা-ই হোক না কেন কর্তৃপক্ষ সমাধানের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা না করে ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে। বিশেষ করে রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে ক্যাম্পাস বন্ধ করার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। এতে তারা সেশনজটে পড়ছে। অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ছয় থেকে সাত মাস পরে পাস করায় তারা ভালো চাকরি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে চুয়েট ছাত্রকল্যাণ পরিচালক প্রফেসর ড. তাজুল ইসলাম বলেন, 'সেশনজটের জন্য কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই দায়ী নয়। ছাত্রদের অসচেতনতা এবং সামান্য বিষয় নিয়ে আন্দোলন ও ছুটি দাবি করার কারণে এ সমস্যা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা সচেতন হলে খুব দ্রুত সেশনজট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।'

চতুর্থবর্ষের শিক্ষার্থী নুরুন্নবী কাউসার বলেন, 'রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে আমরা কেন পিছিয়ে পড়ব? কর্তৃপক্ষ কথায় কথায় ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা না করে সমাধানের অন্য কোনো কার্যকর উপায় বের করতে পারলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভোগান্তিতে পড়তে হতো না।'